

মামলুকাতুল্লাহ  
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২১

(১)তারা জেরুসালেমের কাছে জৈতুন পাহাড়ের বৈতফগি গ্রামে এলে হযরত ইসা আ. তাঁর দু'জন হাওয়ারিকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, “তোমরা সামনের গ্রামে যাও।

(২)গ্রামে ঢোকান সাথে সাথে সেখানে বাঁধা অবস্থায় একটি গাধা দেখতে পাবে এবং একটি বাচ্চাও তার সাথে আছে। তাদের খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো। (৩)যদি তোমাদের কেউ কিছু বলে, তাহলে শুধু বলো, ‘এগুলোকে হুজুরের দরকার আছে,’ তিনি এগুলো তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেবেন।”

(৪)এমন হলো যেনো নবির মধ্য দিয়ে বলা একথা পূর্ণ হয়- (৫)“তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বলো, ‘দেখো, তোমার বাদশা তোমার কাছে আসছেন। তিনি নম্র এবং গাধার ওপর বসা, বাচ্চা-গাধার ওপর বসা।”

(৬)হাওয়ারিদেরকে হযরত ইসা আ. যেমন হুকুম দিয়েছিলেন, তারা গিয়ে তেমনই করলেন। (৭)তারা সেই গাধা ও বাচ্চা-গাধাটি আনলেন এবং তাদের গায়ের চাদর তার ওপর পেতে দিলেন। অতঃপর তিনি তার ওপর উঠে বসলেন। (৮)অনেকে তাদের গায়ের চাদর রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিলো। অন্যেরা গাছপালা থেকে ডাল কেটে এনে পথের ওপর বিছিয়ে দিলো। (৯)জনতা, যারা তাঁর সামনে ও পেছনে যাচ্ছিলো, চিৎকার করে বলতে লাগলো- “হোশান্না দাউদ-সন্তান! আল্লাহর নামে যিনি আসছেন, তিনি রহমতপ্রাপ্ত! জান্নাতুল ফেরদাউসেও হোশান্না!”

(১০)অতঃপর তিনি জেরুসালেমে ঢোকান পর সারাটা শহরে হেঁটে পড়ে গেলো। সকলে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, “ইনি কে?” (১১)জনতা বলতে থাকলো, “ইনি গালিলের নাসরত গ্রামের নবি ইসা ইবনে মরিয়ম।”

(১২)অতঃপর হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদসে ঢুকলেন এবং সেখানে যারা বেচাকেনা করছিলো, তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি টাকা বদলকারী ও কবুতর বিক্রেতাদের টেবিল উল্টে ফেললেন। তিনি তাদের বললেন, (১৩)“লেখা আছে, ‘আমার ঘরকে এবাদতের ঘর বলা হবে,’ কিন্তু তোমরা এটাকে ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলেছো!”

(১৪)অতঃপর অন্ধ ও খোঁড়ারা বায়তুল-মোকাদসের ভেতর হযরত ইসা আ.র কাছে এলো আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন।

(১৫)কিন্তু প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা তাঁর আশ্চর্যকাজ দেখে এবং বায়তুল-মোকাদসের ভেতর ছেলে-মেয়েদের চিৎকার করে “হোশান্না দাউদ-সন্তান” বলতে শুনে রেগে গেলেন,

(১৬)এবং তাঁকে বললেন, “এরা যা বলছে তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছে?” হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “হ্যাঁ। তোমরা কি কখনো পড়োনি- ‘ছোটো ছেলেমেয়ে এবং শিশুদের মুখেই তুমি তোমার নিজের প্রশংসার ব্যবস্থা করেছো’?”

(১৭)অতঃপর তিনি তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বেথানিয়া গ্রামে গেলেন এবং সেখানেই রাত কাটালেন। (১৮)পরদিন সকালে শহরে ফেরার সময় তাঁর খিদে পেলো। (১৯)পথের পাশে একটি ডুমুরগাছ দেখে তিনি তার কাছে গেলেন কিন্তু তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, “তোমাতে আর কখনো ফল না ধরুক।” আর তখনই ডুমুরগাছটি শুকিয়ে

গেলো। (২০)হাওয়ারিরা তা দেখে অবাক হয়ে বললেন, “এতো তাড়াতাড়ি কেমন করে ডুমুরগাছটি শুকিয়ে গেলো!”

(২১)উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের যদি ইমান থাকে এবং তোমরা সন্দেহ না করো, তাহলে ডুমুরগাছের ওপর যা করা হয়েছে, তোমরা যে শুধু তা-ই করবে এমন নয়, বরং তোমরা যদি এই পাহাড়টিকে বলো, ‘উঠে সাগরে গিয়ে পড়ো,’ তাহলে তা-ই হবে। (২২)মোনাজাতের সময় তোমরা বিশ্বাস করে যা-কিছু চাবে, তোমরা তা-ই পাবে।”

(২৩)অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদসে এসে যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন প্রধান ইমামেরা ও সমাজের বুজুর্গরা তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “কোন অধিকারে তুমি এসব করছো? কে তোমাকে এ-অধিকার দিয়েছে?” (২৪)উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমিও তোমাদের একটি প্রশ্ন করবো, যদি তোমরা আমাকে উত্তর দাও, তাহলে আমিও তোমাদের বলবো, আমি কোন অধিকারে এসব করছি। (২৫)বলোতো, হযরত ইয়াহিয়া আ. বায়াত দেবার অধিকার আল্লাহ, নাকি মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন?” তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করলেন, “যদি আমরা বলি, আল্লাহর কাছ থেকে,” তাহলে সে আমাদের বলবে, ‘তাহলে আপনারা তার ওপর ইমান আনেননি কেনো?’ (২৬)আবার যদি বলি, ‘মানুষের কাছ থেকে’, তাহলে লোকদের কাছ থেকে আমাদের ভয় আছে; কারণ সকলে হযরত ইয়াহিয়া আ.কে একজন নবি বলেই মানে।”

(২৭)সুতরাং তারা হযরত ইসা আ.কে উত্তর দিলেন, “আমরা জানি না।” এবং তিনি তাদের বললেন, “তাহলে আমিও তোমাদের বলবো না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি।

(২৮)তোমরা এবিষয়ে কী মনে করো? এক লোকের দুই ছেলে ছিলো। সে তার বড়ো ছেলের কাছে গিয়ে বললো, ‘বাবা, তুমি আজ আঙুরক্ষেতে গিয়ে কাজ করো।’ (২৯)উত্তরে সে বললো, ‘আমি পারবো না।’ কিন্তু পরে সে মন ফিরিয়ে কাজে গেলো। (৩০)অতঃপর সে অন্য ছেলেটির কাছে গিয়ে একই কথা বললো। উত্তরে সে বললো, ‘যাচ্ছি, বাবা।’ কিন্তু সে গেলো না।

(৩১)এই দুই ছেলের মধ্যে কে তাদের বাবার ইচ্ছা পালন করলো?” তারা বললেন, “প্রথমজন।” হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, কর-আদায়কারী এবং বেশ্যারা তোমাদের আগেই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকছে। (৩২)কারণ দীনের পথ ধরেই হযরত ইয়াহিয়া আ. আপনাদের কাছে এসেছিলেন আর আপনারা তার কথায় ইমান আনেননি। কর-আদায়কারী ও বেশ্যারা তার ওপর ইমান এনেছিলো, এটি দেখেও আপনারা তওবা করে তার ওপর ইমান আনেননি।

(৩৩)আরেকটি দৃষ্টান্ত শুনুন- ‘কোনো এক জমিদার একটি আঙুরক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলো। আঙুর থেকে রস সংগ্রহ করার জন্য একটি গর্ত খুঁড়লো এবং একটি উঁচু পাহারা ঘর তৈরি করলো। তারপর চাষীদের কাছে ক্ষেতটি বর্গা দিয়ে বিদেশে চলে গেলো।

(৩৪)ফসল কাটার সময় সে আঙুরের ভাগ নিয়ে আসার জন্য তার গোলামদের সেই চাষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। (৩৫)কিন্তু চাষীরা তার গোলামদের ধরে একজনকে মারধর করলো, একজনকে হত্যা করলো এবং অন্য আরেকজনকে পাথর মারলো। (৩৬)অতঃপর সে প্রথমবারের চেয়ে আরো বেশি গোলাম পাঠিয়ে দিলো কিন্তু তারা তাদের সাথেও একইরকম ব্যবহার করলো।

(৩৭)শেষে সে তার ছেলেকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। ভাবলো, ‘তারা অন্তত আমার ছেলেকে সম্মান করবে।’ (৩৮)কিন্তু সেই চাষীরা ছেলেকে দেখে এই বলে পরামর্শ করতে লাগলো, ‘এ-ই তো উত্তরাধিকারী। (৩৯)চলো, আমরা ওকে হত্যা করি, তাহলে আমরাই তার মালিকানা পেয়ে যাবো।’ সুতরাং তারা তাকে ধরে আঙুরক্ষেতের বাইরে ফেলে দিলো এবং হত্যা করলো। (৪০)তাহলে আঙুরক্ষেতের মালিক যখন আসবে, তখন সে সেই চাষীদের কী করবে?’ (৪১)তারা তাঁকে বললেন, “তিনি সেই দুষ্টদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন এবং যে-চাষীরা তাকে সময়মতো ফসলের ভাগ দেবে, তাদের কাছেই সেই আঙুরক্ষেতটি বর্গা দেবেন।”

(৪২)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আপনারা কি পাককিতাবে পড়েননি-- ‘রাজমিস্তিরা যে-পাথরটি বাতিল করে দিয়েছিলো, সেটিই কোণের প্রধান-পাথর হয়ে উঠলো। এটি ছিলো আল্লাহর কাজ, আর তা আমাদের চোখে খুব আশ্চর্য লাগে?’ (৪৩)এজন্য আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এমন এক জাতিকে তা দেয়া হবে, যে-জাতি সে-রাজ্যের ফল ধরাবে। (৪৪)যে এই পাথরের ওপর পড়বে, সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং এটি যার ওপর পড়বে, সে চুরমার হয়ে যাবে।”

(৪৫)প্রধান ইমামেরা এবং ফরিসিরা তাঁর দৃষ্টান্তগুলো শুনে বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের বিষয়েই কথা বলছেন। (৪৬)তখন তারা তাঁকে বন্দি করতে চাইলেন; কিন্তু তারা জনতার ভয়ে ভীত ছিলেন, কারণ তারা তাঁকে নবি বলে মানতো।